৪র্থ সংস্করণ

ক্রিমিনাল কেস রেফারেন্স

জীবরুল হাসান

ইউনিভার্সেল বুক হাউস

সূচিপত্র

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
১	ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মূলনীতি	৯
২	অভিন্ন অভিপ্রায় এবং মতলব	১৯
৩	ফৌজদারি মামলা এবং তদন্ত	২৭
৪	পাল্টা মামলার তদন্ত ও বিচার	৫৯
৫	অধিকতর তদন্ত	৬৭
৬	পুলিশ রিমান্ড	৮১
৭	নারাজি	৮৯
৮	জাল দলিল উপস্থাপন	৯৫
৯	শনাক্তকরণ মহড়া	১০১
১০	মৃত্যুকালীন বিবৃতি	১০৯
১১	তল্লাশি ও জব্দ	১১৯
১২	জামিন	১২৯
১৩	১৪৫ ধারার কার্যক্রম	১৪৫
১৪	দোষ স্বীকারোক্তি	১৫৭
১৫	দোষ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার এবং স্বাক্ষীর বিবৃতি	১৭৭
১৬	সহ-আসামির দোষ স্বীকারোক্তি	১৮৭
১৭	মামলা খারিজ/আসামির অব্যাহতি	১৯৩
১৮	চার্জ	২০১
১৯	শুনানি মুলতবি	২০৯
২০	৩৪২ ধারায় আসামিকে পরীক্ষা	২১৫
২১	অ্যালিবাই	২২১
২২	জেরা	২২৯
২৩	আপিল ও রিভিশন	২৩৩

২৪	পরিস্থিতিগত প্রমাণ	২৪৭
২৫	শোনা সাক্ষ্য	২৫৭
২৬	বৈরী সাক্ষী	২৬১
২৭	সর্বশেষ দেখা যাওয়া	২৬৭
২৮	সুযোগের সাক্ষী	২৭৩
২৯	রাজসাক্ষী	২৭৭
৩০	একমাত্র সাক্ষী	২৮৩
৩১	ফেরারি/পলাতক	২৮৭
৩২	সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা	২৯৩
৩৩	ডাক্তারী, ফরেনসিক ও ডিজিটাল প্রমাণ	৩১১
৩৪	স্ত্রী/স্বামী হত্যা	৩২১
৩৫	যৌতুক ও বিবাহসংক্রান্ত অপরাধ	৩২৭
৩৬	প্রতারণা এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ	৩৩৩
৩৭	নারী ও শিশু নির্যাতন	৩৪৫
৩৮	চেক ডিসঅনার	৩৬৯
৩৯	দুর্নীতির মামলা	৪০১
৪০	বিশেষ ক্ষমতা আইন	৪২১
৪১	অস্ত্র মামলা	৪৩৩
৪২	মাদকদ্রব্য	৪৪৩
৪৩	স্টেট ডিফেন্স লইয়ার	৪৫৫
৪৪	মামলা প্রত্যাহার	৪৫৯
৪৫	মামলা বাতিল	৪৬৫
৪৬	সাজার মানদণ্ড	৪৭৫

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলি

এডি	:	অ্যাপিলেট ডিভিশন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ)
এইচসিডি	:	হাইকোর্ট ডিভিশন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ)
এডিসি	:	অ্যাপিলেট ডিভিশন কেসেস (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট)
এআইআর	:	অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার
এএলআর	:	এপেক্স ল রিপোর্টস
এসসি	:	সুপ্রীম কোর্ট
বিএলসি	:	বাংলাদেশ লিগ্যাল ক্রনিকল্স
বিএলডি	:	বাংলাদেশ লিগ্যাল ডিসিশন্স
সিএলআর	:	চ্যান্সারি ল ক্রনিকল্স
সিআরপিসি	:	কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর
ডিএলআর	:	ঢাকা ল রিপোর্ট্স
এমএলআর	:	মেইনস্ট্রীম ল রিপোর্ট্স
বিএলটি	:	বাংলাদেশ ল টাইম্স
এসসিওবি	:	সুপ্রীম কোর্ট অনলাইন বুলেটিন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট)
এসসিসি	:	সুপ্রীম কোর্ট কেসেস (ইন্ডিয়া)
এনআই অ্যাক্ট	:	নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট্স অ্যাক্ট
টিআই	:	টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন
এলএনজে	:	দ্য লইয়ার্স অ্যান্ড জুরিস্ট্স
সিআর	:	কমপ্লেইন রেজিস্টার
দুদক	:	দুর্নীতি দমন কমিশন
এ/ডি	:	অ্যাকনলিজ ডিউ (প্রাপ্তি স্বীকার দেয়)
সিডব্লিউএন	:	কলকাতা উইকলি নোট্স
পিসি	:	প্রিভি কাউন্সিল
পিআরবি	:	পুলিশ রেগুলেশন্স, বেঙ্গল

অধ্যায় ১

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মূলনীতি

[Principles of Criminal Justice]

আমাদের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় আসামির অপরাধ প্রমাণ করার দায় প্রসিকিউশন অভিযোগকারীপক্ষের উপর। আসামি চাইলে নিজের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে; তবে তর্কিত ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন বা তার কী ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে তাকে কোনও বক্তব্য দিতে বাধ্যকরা যায় না। অর্থাৎ আসামিকে নিজের নিরপরাধতা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। পুরো বিচার প্রক্রিয়ার আসামি চাইলে নীরব দর্শকের মত ভূমিকা নিতে পারেন এবং অভিযোগকারী/প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের জেরা করার মাধ্যমে তার পক্ষে যায় এমন কিছু বের করে আনতে পারে বা সাক্ষীদের সাক্ষ্যের গরমিল বের করে সন্দেহের সুবিধা নিতে পারে। তিনি কোনও বিশেষ বিষয় প্রমাণ করতে চাইলে বা ওজর দিতে চাইলে তাকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। সেই অজুহাত প্রমাণ না করতে পারার কারণেই তার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত বলা যায় না, তবে আদালত বিরূপ অনুমান করতে পারেন। প্রসিকিউশনের সাক্ষ্য প্রমাণে কোনরূপ যৌক্তিক সন্দেহ তৈরি করতে পারলে আসামি সুবিধাপ্রাপ্ত হন, কারণ অনুমান ও সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে সাজা দেওয়া যায় না। পুলিশ মামলার তদন্ত করে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়, যার ভিত্তিতে অপরাধ বিচারার্থে আমলে নেওয়া হয়। আবার, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের পরীক্ষা করেও অপরাধ আমলে নিতে পারেন। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অপরাধ বিচারার্থে আমলে নেওয়ার কিংবা প্রসিকিউশন করার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামত বা সুপারিশ প্রদানের কোনও ধাপ নেই। ফৌজদারি মামলায় আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ, নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য না করা, একই অপরাধে দ্বিতীয় বার বিচার না করা ইত্যাদি সংবিধান ও অন্যান্য আইনে স্বীকৃত। আদালত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করেন। মৌখিক সাক্ষ্য বলতে সাধারণত প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ সাক্ষীর আদালতে শপথসহ দেওয়া জবানবন্দি ও আসামিপক্ষের জেরায় দেওয়া বক্তব্য বুঝায়। আইনে বর্ণিত কিছু কিছু প্রেক্ষাপটে চাক্ষুষ সাক্ষী ছাড়াও অন্য ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেমন মৃত্যুকালীন ঘোষণা শুনেছেন কিন্তু অপরাধের ঘটনা দেখেননি এমন সাক্ষী। আইন-আদালতে উপস্থিত না হয়ে অর্থাৎ ফেরার পলাতক হিসাবে কোনও প্রতিকার চাওয়া যায় না। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্ত আসামির আপিল করায় আইনি অধিকার রয়েছে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত শাস্তি কার্যকর করা যায় না।

নজির:

১.১ সমাজের আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সমাজের আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। এর একটি উপায় হলো, আইন অনুসারে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া। অন্যথায় সমাজ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। নাগরিকগণ যাতে তাদের মর্যাদা ও দৈহিক ক্ষতির ভীতিমুক্ত অবস্থায় শান্তিতে থাকতে পারেন, সেজন্য আইনের শাসন নিশ্চিত করা যে কোনও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কর্তব্য। কার্যকর ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা একটি সভ্য সমাজের পূর্বশর্ত। [রাষ্ট্র বনাম মোঃ মনিরুল ইসলাম, ৮ এডিসি (২০১১) ৬২০; ২০১১ (১৯) বিএলটি (এডি) ১৪৪]

১.২ ফৌজদারি আইনের দর্শন এবং বিচারব্যবস্থার মৌলিক নীতি

ফৌজদারি আইনের দর্শন এবং বিচারব্যবস্থার মৌলিক নীতি হলো, স্পষ্ট, যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে অনুমান করা এবং গঠিত অভিযোগ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রমাণ করার ভার প্রসিকিউশনের। এই প্রমাণ অবশ্যই স্পষ্ট, যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের জোরে সন্দেহাতীতভাবে হতে হয়। ফৌজদারি বিচারে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে অভিযুক্তের দোষ প্রমাণের ভার সর্বদা প্রসিকিউশনের ওপর এবং প্রমাণের ব্যর্থতার দরুন শুধু আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনে দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের পিছনে পড়ে থাকা যাবে না। অভিযোগের প্রমাণ নির্ভর করে মৌখিক এবং পরিস্থিতিগত প্রমাণের সামগ্রিক বিচারিক মূল্যায়নের উপর; কোনও বিচ্ছিন্ন পরীক্ষার উপর নয়। বাস্তববাদী এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মামলার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখার পাশাপাশি প্রসিকিউশন ভাষ্যও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। [রাষ্ট্র বনাম মোঃ নুরুল আমিন বৈঠা, ৭ এসসিওবি [২০১৬] ৪০]

১.৩ ন্যায়বিচার প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখা বিচারকের আইনী দায়িত্ব

যে প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে তা হলো, আদালতে বিচারকের দুপক্ষের মধ্যকার একটি প্রতিযোগিতায় কেবল আম্পায়ার হিসেবে বসে থাকা এবং লড়াই শেষে কোন পক্ষ জিতেছে আর কোন পক্ষ হেরেছে তা ঘোষণা করা উচিত কি না। বিচারকের ভূমিকা এটি নয় বরং নথির প্রমাণাদি এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের জন্য মামলার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা বিচারকের আইনী দায়িত্ব। [ইসহাক আলী বনাম রাষ্ট্র, ১৩ বিএলসি (২০০৮) ৩৫৪]

১.৪ সাক্ষ্যপ্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা আদালতের একটি কঠিন দায়িত্ব

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মৌলিক ও প্রাথমিক নীতি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্ট যৌক্তিক, বিশ্বাসযোগ্য এবং অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগগুলো প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্তকে দোষী বলার বা শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। অপরাধের মত ভয়ংকর পদ্ধতিতে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হতে পারে না। প্রসিকিউশন সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই এটি দেখতে হবে যে সাক্ষীর প্রমাণ কি সত্যের সুর বহন করে নাকি মিথ্যার দাগযুক্ত। প্রমাণের ঘাটতি, ত্রুটি, দুর্বলতা, প্রসিকিউশন সাক্ষীদের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা এবং মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে

সাক্ষ্যপ্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করার কঠিন দায়িত্ব আদালতের। আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হতে হবে, যা বিচ্ছিন্নভাবে যাচাই-বাছাই না করে মৌখিক ও পরিস্থিতিগত প্রমাণের সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। অপরাধীকে সাজা দেওয়ার জন্য মামলার সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রয়োগসাধ্য, বাস্তববাদী এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে পক্ষপাতশূন্য বিচারিক গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই করে প্রসিকিউশন মামলাও মূল্যায়ন করতে হবে। [তৌহিদ বনাম রাষ্ট্র, ১২ বিএলসি (২০০৭) ২৫১]

১.৫ বিমূর্ত কল্পনার উদ্দীপনামুক্ত থাকলে সেটা হবে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ

ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতি হলো, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হয়। প্রসিকিউশনকে যথাযথভাবে অর্থাৎ সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে অভিযোগ প্রমাণ করতে হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কেবল তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করলেই হয়। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ কোনও কাল্পনিক সন্দেহ নয়, বরং যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি যৌক্তিক সন্দেহ। বিমূর্ত কল্পনার উদ্দীপনামুক্ত থাকলে সেটা হবে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা থেকে মুক্ত হতে হবে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় উপর অবশ্যই জনগণের প্রত্যাশা থাকতে হবে। কোনও নিরীহ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়–এই নীতিটির মতো এটিও সমানভাবে প্রযোজ্য যে, কোনও দোষী ব্যক্তিকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ভুলবশত অপরাধীর ছাড় পেয়ে যাওয়া সমাজে একটি খারাপ ইঙ্গিত বহন করে। [রাষ্ট্র বনাম বাদল মিয়া, ১০ বিএলসি (২০০৫) ১২৯; ২৪ বিএলডি (২০০৪) ১৭৭]

১.৬ আসামির কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না

ঘটনার নির্মমতা যাই হোক না কেন, আমাদের ফৌজদারি আইনশাস্ত্র অনুসারে, যেটি উনিশ শতকের শেষ থেকে উপমহাদেশের উচ্চতর আদালত অনুসরণ করে আসছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ হিসেবে গণ্য করা হবে যতক্ষণ না প্রসিকিউশন তার মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। অপরাধী প্রমাণ না হওয়া অবধি প্রত্যেক মানুষকে নির্দোষ গণ্য করা হয়। আসামির কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না; এমনকি আসামি প্রসিকিউশনের সাক্ষ্যপ্রমাণকে চ্যালেঞ্জ না করলেও আদালত আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না, যতক্ষণ না প্রসিকিউশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণাদি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ করে। [রবীন্দ্র নাথ রায় বনাম রাষ্ট্র, ৬৪ ডিএলআর (এডি) (২০১২) ৫০]

১.৭ অভিযুক্তের নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই

ফৌজদারি বিচারের মূলনীতি হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। অপরাধ প্রমাণের সম্পূর্ণ ভার এককভাবে প্রসিকিউশনের উপর বর্তায় এবং প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধী হিসেবে গণ্য হয়–হোক মামলাটি বিচারিক আদালতে বা উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন। আবার মামলা প্রমাণের জন্য আইনের নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না এবং কেবল একক সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও দোষী সাব্যস্ত করা যায়। তবে আইনী নিয়ম না হলেও বিচক্ষণতার নিয়ম হলো, এই ধরনের সাক্ষ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োজন। [মুসলিমুদ্দিন বনাম রাষ্ট্র, ৩৮ ডিএলআর (এডি) (১৯৮৬) ৩১১]

১.৮ আসামি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলেও অপরাধ প্রমাণ করার দায়িত্ব প্রসিকিউশনের

দেওয়ানি মামলায় বিবাদির লিখিত জবাব দাখিলের মতো ফৌজদারি মামলায় আসামিদের লিখিত ভাষ্য তুলে ধরার প্রয়োজন হয় না, কিংবা তাদের নির্দোষীতা বা এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর ১০৫ ধারার বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য ওজর প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে হয় না। অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করা সম্পূর্ণরূপে প্রসিকিউশনের দায়িত্ব। প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের জেরা করে এবং প্রস্তাব দিয়ে আসামির ভাষ্য তৈরি করা হয়, যা প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষী এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির সমর্থন প্রাপ্ত হলে আসামিদের খালাসের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। প্রসিকিউশন সাক্ষীদের উদ্দেশ্য করে আসামিপক্ষ যথাযথ যে কোনও সাজেশন দিতে পারেন এবং বেমানান অজুহাতও করতে পারেন। যেমন, আসামি অ্যালিবাই অজুহাত করতে পারেন এবং একই সঙ্গে তিনি নিজের জীবন বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত সুরক্ষার অধিকার প্রয়োগের অজুহাতও করতে পারেন। আর এই জাতীয় অসংগতিপূর্ণ অজুহাতের জন্য তার আত্মপক্ষ প্রভাবিত হবে না। এমনকি যদি প্রমাণের ব্যর্থতার কারণে এই দুটি অজুহাতই আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তারপরও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে অপরাধ প্রমাণ করার পক্ষে প্রসিকিউশন প্রমাণাদি যথেষ্ট না হলে তিনি খালাস পাওয়ার অধিকারী। অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরায় কোনও প্রস্তাব না দিয়ে কেবল 'দোষী নয়' মর্মে দাবি করে মামলার পুরো কার্যক্রমে নীরব থাকতে পারেন। কিন্তু এর থেকে বিরূপ কিছু তার বিরুদ্ধে অনুমান করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির অজুহাতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক এবং তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ দেন বা না দেন, দোষী প্রমাণিত না হওয়া অবধি অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে গণ্য করার মূলনীতি বিচারের সকল পর্যায়ে অনুসরণীয়। [শাহ আলম বনাম রাষ্ট্র, ১০ বিএলডি (এডি) (১৯৯০) ২৫; ৪২ ডিএলআর (এডি) (১৯৯০) ৩১]

১.৯ অভিযুক্তের দোষ বা নির্দোষতার প্রশ্নে বিবেচ্য নীতিসমূহ

মৌখিক ও পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বিচ্ছিন্ন পরীক্ষার ওপর নয়, বরং অনেকটা বিচারিক সার্বিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বা নির্দোষীতার প্রশ্নে নিম্নলিখিত নীতিগুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত– ক) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গঠিত চার্জ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রমাণ করার দায়িত্ব প্রসিকিউশনের; খ) সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্যই আসামির অপরাধের ব্যাপারে প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহমুক্ত হতে হবে; গ) সন্দেহ হলে দোষী সাব্যস্ত না করে খালাস দেওয়া নিরাপদ, কারণ একজন নিরপরাধ ব্যক্তি ভুক্তভোগী হওয়ার চেয়ে একাধিক দোষী ব্যক্তির ছাড় পাওয়া ভাল; ঘ) কর্পাস ডেলেকটাই (অপরাধের ঘটনা ও পরিস্থিতি) এর সুস্পষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে; ঙ) অপরাধের অনুমান সমস্ত প্রমাণিত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। [রাষ্ট্র বনাম মোঃ নুরুল আমিন বৈঠা, ৭ এসসিওবি [২০১৬] ৪০]

১.১০ সাক্ষ্য দিয়ে বা জেরা করে সন্দেহ তৈরি করতে পারলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহের সুবিধা প্রাপ্য

সর্বদা মনে রাখতে হবে, অপরাধ যে জঘন্য প্রকৃতির বা নৃশংস উপায়ে সংঘটিত হয়েছে সেটিকে মাথায় রেখে বিচার করা যাবে না এবং অভিযোগ যত গুরুতর হবে তত বেশি প্রমাণের মানদণ্ড দরকার হবে। এটাও মনে রাখা উচিত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে বা প্রসিকিউশন সাক্ষীদের জেরা করে প্রসিকিউশনের মামলায় কোনও সন্দেহ তৈরি করতে পারে তবে তিনি সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে বিষয়টি সহজেই পরিলক্ষিত হয় তা হলো, আমাদের দেশে যে কোনও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে যত বেশি পারা যায় তত মানুষকে জড়িত করে বিচারের

মুখোমুখি করার প্রবণতা রয়েছে। এমনকি দেখা গিয়েছে, বয়স্ক, অসুস্থ ও প্রতিপক্ষ নিরীহ ব্যক্তিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য মামলা করা হয়েছে। কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তি মূল বিচারিক আদালত থেকে এবং কিছু আপিল আদালত থেকে খালাস পেলেও দেখা যাবে ইতোমধ্যে বেশ কয়েক বছর জেলেই কেটে গেছে। ভুক্তভোগীর আত্মীয়স্বজন এবং অন্য স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা প্রায়শ এ ধরনের চেষ্টা করে থাকেন। আর, এতে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করা আদালতের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। এ ধরনের পরিস্থিতি এবং প্রচলিত ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার প্রেক্ষিতে একজন বিচারককে বাজে জিনিসের মধ্য থেকে মূল্যবান জিনিস বের করে আনতে হয়। কোনও নির্দোষকে শাস্তি দেওয়া হয়নি, সেটি দেখার জন্যই কেবল বিচারক ফৌজদারি বিচারের সভাপতিত্ব করেন না। অপরাধী যাতে বের না হয়ে যায়, সেটিও বিচারককে দেখতে হয়। দুটোই তার দায়িত্ব। সুতরাং, সত্য এবং একমাত্র সত্য ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর প্রতি আইনের অনুগ্রহ থাকতে পারে না। [রাষ্ট্র বনাম মোঃ নুরুল আমিন বৈঠা, ৭ এসসিওবি (২০১৬) ৪০]

১.১১ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি

(ক) প্রমাণ করার আইনী দায়ভার সর্বদা প্রসিকিউশনের উপর থাকার নীতি আমাদের ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক নীতি এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর চেয়ে অনেক পুরানো, কারণ এটি উপমহাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রচলিত একটি কমন ল নীতি। ফলে, ফৌজদারি আইনের মৌলিক নীতি হলো, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে অভিযুক্তের দোষ প্রমাণের সমস্ত ভার প্রসিকিউশনের উপর।

(খ) কোনও ফৌজদারি মামলায় প্রসিকিউশন সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করার সময় অবশ্যই এই দৃষ্টিকোণ থাকবে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্যতা ধারণ করে নাকি মিথ্যা দিয়ে আবদ্ধ।

(গ) যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণের অর্থ ফৌজদারি আইনে নিশ্চয়তার সঙ্গে কোনও অপরাধের প্রমাণ হওয়া। নিশ্চয়তা এই যে, অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ এই অপরাধ করেনি। এটাও মনে রাখা উচিত যে, বিচারিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'কেন যেন মনে হচ্ছে' ধরনের অস্পষ্টতার স্থান নেই। সম্ভাবনা, অনুমান ও সন্দেহ সাক্ষ্যপ্রমাণের বিকল্প হতে পারে না। সাক্ষীদের নড়বড়ে এবং অনির্ভরযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা মোটেই যথাযথ এবং আইনসম্মত না।

(ঘ) সতর্কতার সঙ্গে প্রসিকিউশন সাক্ষীদের সাক্ষ্য যাচাই করা এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ঘাটতি, অসুবিধা, দুর্বলতা, অমিল এবং অসামঞ্জস্যতাকে সামনে রেখে এবং মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বা নির্দোষিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণাদি যাচাইয়ের কঠোর দায়িত্ব আদালতের উপর অর্পিত। বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন এমন মামলাগুলোর ক্ষেত্রে আদালতকে ভারসাম্যতার দৃষ্টিকোণের উপর জোর দিতে হয়। বিধিবদ্ধ বিধানের আলগা ও উদার ব্যাখ্যার আবরণে এবং কার্যপ্রণালি সংক্রান্ত বিরুদ্ধতার কৌশলগত জটিলতার কারণে কোনও নিরীহ ব্যক্তিকেও দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয় কিংবা কোনও দোষীকেও খালাস দেওয়া উচিত নয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রতিটি মামলা ঘটনা এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। [শাহজাহান বনাম রাষ্ট্র, ১০ বিএলসি (২০০৫) ১৯৫]